

# শিক্ষার মান এখনো দুশ্চিন্তার ব



চাওয়া ও চাপের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিজেই রাষ্ট্র ও সরকারসৃষ্ট বঞ্চনা ও বৈষম্য মোচনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যাদের সুযোগ আছে তাঁরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। যাদের সে সুযোগ নেই তাঁদের কেউ কেউ প্রজেক্ট-কনসালট্যান্সি, শেয়ারবাজার, স্কুল-কলেজের জন্য বই লেখাসহ নানা পথ বেছে নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তথাকথিত রাজনীতিও এসব বঞ্চনা-বৈষম্যেরই উপজাত

শিক্ষার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে অতি সম্প্রতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের দিনের প্রথম ও শেষ দুটি রুপস নেওয়ার নির্দেশনাসহ ১৫টি নির্দেশনা দিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে একটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে। এর ঠিক দুই দিন পর ঢাকা কলেজের এক অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, শিক্ষার মান কমেছে। শিক্ষায় অনেক উন্নতি হয়েছে। আমাদের ছেলে-মেয়েদের মান অনেক উন্নত হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেছেন, ইউনেসকো'সহ অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে শিক্ষার উন্নয়নে বাংলাদেশ রোল মডেল। শিক্ষার মান আর কতটুকু নিচে নামলে শিক্ষার মানহানির কথা স্বীকার করা হবে জানি না। নানা জটিল রোগে আক্রান্ত মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকা শয্যাশায়ী রোগীর মতো আমাদের শিক্ষার মানও নানা রোগ-শোকে ভোগে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে লাইফ সাপোর্টে চলে গেছে—এ কথা স্বীকার করার জো নেই। এ অবস্থা চলতে থাকলে শুধু দাফন-কাফন নয়, শিক্ষার মানের কুলখানি হতেও বেশিদিন লাগবে না।

মানের বেপরোয়া নিম্নগামিতা দেখে আমার একটা রূপক গল্পের কথা মনে পড়ছে। ঐষ্টা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি সম্পর্কে দেবতাদের বোঝাছিলেন যে সব কিছুই তিনি ভারসাম্য রক্ষা করে তৈরি করেছেন। দেবতাদের বোঝাতে ঐষ্টা উদাহরণ দেন, যেমন প্রতি ১০টি হরিণের জন্য আমি একটি সিংহ সৃষ্টি করেছি। আমি আমেরিকা বানিয়েছি, তাদের সম্পদ ঐশ্বর্য দিয়েছি, কিন্তু নিরাপত্তার জন্য তাদের সর্বদা উদ্ভিগ করে রেখেছি। আফ্রিকায় অনিন্দ্যসুন্দর প্রকৃতি দিলেও তাদের পরিভিধি সীমিত করে দিয়েছি, সব জায়গায় তারা যেতে পারে না। নেপালকে এভারেস্ট দিয়েছি, কিন্তু সমুদ্র থেকে সম্পূর্ণ রক্ষিত রেখেছি। এক দেবতা দাঁড়িয়ে ঐষ্টার কাছে জানতে চান, আপনার সৃষ্ট সেরা দেশ কোনটি? ঐষ্টা নিঃসংকোচে জবাব দেন, অবশ্যই বাংলাদেশ আমার সেরা সৃষ্টি। যদিও তাই তাই, সেদিকেই প্রাণজড়ানো সবুজের সমারোহ। এখানকার মানুষগুলো খুবই ভালো। এতদূর নরম প্রকৃতির হৃদয় তাদের। কিন্তু আপনি যে বলছেন, সব কিছুই ভারসাম্য রক্ষা করে তৈরি করেছেন, দেবতা আবারও প্রশ্ন করেন ঐষ্টাকে। ঐষ্টা মৃদু হেসে জবাব দেন, এখানেও ভারসাম্য রক্ষার কোনো ব্যত্যয় করা হয়নি। একটা লক্ষ করলেই দেখবে, ভারসাম্য রক্ষার জন্য ঐষ্টাদের কেমন শিক্ষা দিয়েছি। শিক্ষার নিম্নমানের কারণে বাংলাদেশে চাকরির জন্য বিদেশিদের ভাড়া করে আনতে হয়। বাংলাদেশে নিয়োগের বিজ্ঞাপন ভারত, শ্রীলঙ্কা'সহ বিভিন্ন দেশে প্রকাশ করতে হয়। দক্ষতার অভাবের কারণে একদিকে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে পুষতে হয় বিদেশিদের, আর অন্যদিকে চিকিৎসার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করতে হয় বিদেশের মাটিতে। এ অবস্থার পরিবর্তন না হলে ভবিষ্যতে সরকার চালানোর জন্যও দক্ষ জনবল পেতে বিদেশে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে।

গল্পটি রূপক হলেও চিত্রটি অবাস্তব নয়। একদিকে লাখ লাখ শিক্ষিত বেকার দেশে চাকরির সন্ধান করছে, ডিটাটাটি বিক্রি করে বৈধ-অবৈধ পথে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজের সন্ধান বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে, আর অন্যদিকে বাংলাদেশের দরিদ্র অর্থনীতির হাজার হাজার কোটি টাকা রেমিট্যান্স আকারে ও চিকিৎসা ব্যয় হিসেবে বাইরে চলে যাচ্ছে। এক পরিসংখ্যান বলছে, বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি প্রবাসী বছরে রেমিট্যান্স পাঠায় ১৬ বিলিয়ন ডলার, আর বাংলাদেশের কোটি মানুষের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে যাচ্ছে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, মরিশাস, ইন্দোনেশিয়া, উজবেকিস্তান, ইউক্রেনসহ আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকার ৫৫টি দেশের লাখ লাখ কর্মী। বাংলাদেশে কতসংখ্যক বিদেশি

নাগরিক কাজ করে তার সঠিক তথ্য সরকারি-বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের হাতেই নেই। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডির ২০১৫ সালের এক গবেষণায় দেখা যায়, প্রায় পাঁচ লাখ ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশে কাজ করেন। তাঁরা এক বছরে তাঁদের দেশে ৩.৭৬ বিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছেন, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার সমান। বাংলাদেশ ভারতে পঞ্চম রেমিট্যান্স প্রদানকারী দেশ হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশ ব্যাংকের বছরভিত্তিক আরেক হিসাবে দেখা যায়, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দেশের বাইরে চলে যাওয়া অর্থের পরিমাণ চার বিলিয়ন ডলার বা ৩১ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। এ অর্থ যাচ্ছে আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে। এ ছাড়া কাজের অনুমোদনহীন অবৈধ বিদেশিরা অর্জিত অর্থ চোরাপথে ছড়ির মাধ্যমে নিজের দেশে নিয়ে যাচ্ছে। মানহীন মেডিক্যাল শিক্ষার দরুন সৃষ্ট অদক্ষতার জন্যও হাজার হাজার কোটি টাকা চলে যাচ্ছে দেশের বাইরে। ভারতের বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিদেশিদের চিকিৎসা সেবা দিয়ে দেশটি যে ৮৮ কোটি ৯৩ লাখ ডলার আয় করেছে, তার মধ্যে বাংলাদেশি রোগীদের কাছ থেকেই আয় করেছে ৩৪ কোটি ৩০ লাখ ডলার; অর্থাৎ প্রায় দুই হাজার ৮০০ কোটি টাকা। প্রতিবেদনে প্রকাশ, গত অর্থবছরে চার লাখ ৬০ হাজার বিদেশি রোগী ভারতে চিকিৎসা নিয়েছেন, যাদের মধ্যে এক লাখ ৬৫ হাজার বাংলাদেশি; যার মানে চিকিৎসা নেওয়া বিদেশিদের প্রতি তিনজনের একজন ছিল বাংলাদেশি।

বিদেশি কর্মীরা গার্মেন্ট, কম্পিউটার টেক্সটাইল মিল, গুডেন ও নিটওয়ার ইন্ডাস্ট্রি, বায়িং হাউস, মার্চেন্টাইজিং কম্পানি, বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্র, আন্তর্জাতিক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান, ফ্যাশন হাউস, খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান, পোশাক খাদ্য উৎপাদক প্রতিষ্ঠান, চামড়াভাজা প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া রিসার্চ প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞাপন সংস্থা, লজিস্টিকস, টেলিকম, বহুজাতিক কম্পানি, দেশি করপোরেট কারখানা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমনকি হ্যাচারি ও সাধারণ ফার্মিচারের দোকানেও কাজ করছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সাধারণ বিষয়ে পাঠদানের নিমিত্তে স্কুল শিক্ষকতার জন্যও বিদেশিদের নিয়োগ করা হচ্ছে। একটি অসমর্থিত সূত্রমতে, সব মিলিয়ে প্রায় ১০ লাখ বিদেশি কাজ করে এ দেশে। উচ্চ শিক্ষিতদের প্রায় অর্ধেক যখন বেকার তখন এ বিপুলসংখ্যক বিদেশি নিয়োগ আমাদের মানবসম্পদের দক্ষতার ঘাটতি বা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তাদের প্রস্তুতিহীনতার ইঙ্গিত দেয়।

বিপুলসংখ্যক বিদেশিদের সুবাহিছে আমাদের গ্রাজুয়েটদের দক্ষতার ঘাটতির কারণেই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তেমনটি নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফ্যাশন হিসেবে বা প্রতিষ্ঠানের কাটতি বাড়ানোর জন্যও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে অস্বীকার করার জো নেই। তবে বেশির ভাগ নিয়োগই দক্ষতার ঘাটতিজনিত কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের একজন গ্রাজুয়েটকে যখন ৩০-৪০ হাজার টাকার মধ্যে নিয়োগ করা যায় তখন তাদের দক্ষতা সত্ত্বেও শুধু ফ্যাশন হিসেবে বা কাটতি বাড়ানোর জন্য চার-পাঁচ লাখ টাকা বা তার চেয়েও বেশি বেতন দিয়ে বিদেশিদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। অনেক উদ্যোক্তাকে প্রকাশ্যে বলতে শুনেছি, দেশে দক্ষ ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন পর্যাপ্ত জনশক্তি নেই। প্রসঙ্গট উল্লেখ্য, সারা বিশ্বে সিগন্যাল বাতি দিয়ে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা করা হলেও আমাদের দক্ষতা এতটাই তলানিতে ঠেকেছে যে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল বাতি বাতিল করে দিয়ে হাত, লাঠি ও রশি পদ্ধতিতে আমাদের ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা চলছে। সমগ্র বিশ্বের তুলনায় আমাদের রাজ্য নির্মাণ ব্যয় কয়েক গুণ বেশি হলেও রাজ্যের এক প্রান্ত তৈরি করে অপর প্রান্তে পৌঁছানোর আগেই নির্মিত রাজ্য শুধু খানাখন্দ নয়, কোথাও কোথাও ছোটখাটো ডোবা তৈরি হয়ে যায়।

এডিপি বাস্তবায়নে সক্ষমতার অভাবের কারণে বছরের মাঝপথে কাটছাট করতে হয় এডিপি বরাদ্দ। নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়ায় বেড়ে যায় প্রকল্প ব্যয়। কাজের গুণগত মানের কথা না-ই বা বললাম। দশকের পর দশক ধরে হাজার হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি নিয়ে চলছে সরকারি প্রতিষ্ঠান। অনেকেই হয়তো এ জন্য দুর্নীতিকে এককভাবে দায়ী করবেন। আমি বিনয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে হিমত পোষণ করব। দুর্নীতি নেই পৃথিবীতে এমন দেশ বিরল। নানা গবেষণা বলছে, দুর্নীতির পাশাপাশি অদক্ষতাও ভর্তুকির অন্যতম বড় কারণ। এক পরিসংখ্যান বলছে, গত ১৪ বছরে বিডারিউটিবি, বিআইডারিউটিবি, বিএডিসি, বিএসসিআইসি, বিজএমসি, বিএসবি, ইপিবি, এনএইচএ, বিএসআরটিআই, আরডিএ ও বিআইডারিউটিসি—এই ১১টি প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া ভর্তুকির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে ১৪ হাজার কোটি টাকা।

বাংলাদেশি গ্রাজুয়েটদের দক্ষতার প্রতি আস্থাহীনতার কারণেই ভিনদেশিরা বৈধ-অবৈধভাবে এ দেশের চাকরির বাজারে ক্রমবর্ধমান হারে জেকে বসছে। অদক্ষতা এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে যে আমাদের অধিকাংশ গ্রাজুয়েট বাংলায় ও ইংরেজিতে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না। ফলে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান যেটুকু অর্জন করেছে তা-ও প্রকাশ করতে না পারার কারণে নিয়োগ পেতে ব্যর্থ হচ্ছে। আবার নিয়োগ পেলেও বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের প্রায়োগিক দক্ষতার অভাবে কর্মক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে।

একসময়ের ভুবনখ্যাত তফশীলা, বিক্রমশীলা, বিক্রমপুর, নালন্দা, রত্নাগিরি, পুষ্পগিরি, জগদল, অদন্তপুরি, সোমাপুরা, ভালাভি বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উত্তরসূরি বাংলাদেশের শিক্ষার মান কেমন করে তলানিতে ঠেকে, তা অবশ্যই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও গবেষণার দাবিদার। তবে শিক্ষার সঙ্গে কয়েক দশকের আত্মীয়তার সম্পর্কের সুবাদে এটা অনুভব করতে পারি, দীর্ঘদিনের অনাদর আর অবহেলার ফলে নানা রোগ-শোকে ভুগে আজ এ অবস্থা। মানসম্মত শিক্ষার ক্ষেত্রে ন্যূনতম পাঁচটি বিষয় অধিক গুরুত্বপূর্ণকে শিক্ষাদান করছে (শিক্ষকের মান), কাকে শিক্ষাদান করছে (শিক্ষার্থীর মান), কী শিক্ষাদান করছে (বিষয়বস্তু/সিলেবাস), কিভাবে শিক্ষাদান করছে (শিক্ষাদান পদ্ধতির কার্যকারিতা) ও মেধা যাচাই পদ্ধতি কেমন (পরীক্ষা পদ্ধতি)। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এই পাঁচটি ক্ষেত্রেই বড় সমস্যা রয়েছে। প্রায়ই খবর বেরোয় প্রাইমারি, মাধ্যমিকের বিপুলসংখ্যক শিক্ষক সৃজনশীল পদ্ধতি বোঝেন না, গাইড বই দেখে প্রশ্ন করেন ইত্যাদি। তার মানে শিক্ষকদের একটি অংশ উপযুক্ত মানের নয়। এ দেশে প্রাইমারি শিক্ষকের মর্যাদা তৃতীয় শ্রেণির আর মাধ্যমিকের শিক্ষকরা বছরতিনেক আগে তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত হয়েছে। যে দেশ শিক্ষককে তৃতীয় শ্রেণির মর্যাদা দেয়, সে দেশে মানসম্মত শিক্ষা অর্জন দুরাশা নয় কি? পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আদলে শিক্ষা সার্ভিস কমিশন (ইএসসি) গঠন করে প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী গ্রাজুয়েটদের স্কুলের শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করা যেত। মেধাবী শিক্ষক ছাড়া শিক্ষার মানোন্নয়নের সব চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। প্রাইমারি ও মাধ্যমিকের সিলেবাস ও পরীক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তন নিয়ে যে তেলেসম্মতি কাণ্ড চলছে তাতে আমাদের হৃদয় মেয়েরা যে এখনো পড়াশোনার প্রতি পুরোপুরি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেনি সে জন্য শুকরিয়া। পরীক্ষাপদ্ধতি একটি ছাঁকনি, যেটা গলিয়ে শিক্ষিতরা বেরিয়ে যাবে আর অশিক্ষিতরাটিকে থাকবে। শিক্ষার নীতিনির্ধারণের ছাঁকনি হুটু করে আমাদের স্কুল-কলেজে শিক্ষকদের হাতে হুটু ছাঁকনির হাতলটা ধরিয়ে দিয়েছেন। ফলে মানের যা হওয়ার তাই হয়েছে।

অনেকেই একটা যুক্তিসংগত প্রশ্ন করতে পারেন,

শিক্ষার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে অতি সম্প্রতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের দিনের প্রথম ও শেষ দুটি রুপস নেওয়ার নির্দেশনাসহ ১৫টি নির্দেশনা দিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে একটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে। এর ঠিক দুই দিন পর ঢাকা কলেজের এক অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, শিক্ষার মান কমেছে। শিক্ষায় অনেক উন্নতি হয়েছে। আমাদের ছেলে-মেয়েদের মান অনেক উন্নত হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেছেন, ইউনেসকো'সহ অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে শিক্ষার উন্নয়নে বাংলাদেশ রোল মডেল। শিক্ষার মান আর কতটুকু নিচে নামলে শিক্ষার মানহানির কথা স্বীকার করা হবে জানি না। নানা জটিল রোগে আক্রান্ত মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকা শয্যাশায়ী রোগীর মতো আমাদের শিক্ষার মানও নানা রোগ-শোকে ভোগে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে লাইফ সাপোর্টে চলে গেছে—এ কথা স্বীকার করার জো নেই। এ অবস্থা চলতে থাকলে শুধু দাফন-কাফন নয়, শিক্ষার মানের কুলখানি হতেও বেশিদিন লাগবে না।